গাংনীতে ‘শয়তানের নিঃশ্বাস’ চক্রের প্রধান হোতা ইন্তাকানাসহ ৬ সদস্য গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ‘শয়তানের নিঃশ্বাস’ নামে পরিচিত প্রতারক চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।

গ্রেপ্তারদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী এলাকায় ‘ইন্তাকানা’ নামে পরিচিত ইন্তাজুল হক। পুলিশের দাবি, তিনি চক্রটির অন্যতম মূল হোতা।

গত শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের শুকুরকান্দি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে রোববার আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নাইম হোসেন, পারভীনা খাতুন, ইন্তাজুল হক (ইন্তাকানা), তরিকুল ইসলাম, মিজানুর রহমান ও রেখা খাতুন। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের সবার বাড়ি গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া এলাকায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইন্তাজুল এলাকায় ‘ইন্তাকানা’ নামে পরিচিত। একসময় ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি। তবে হঠাৎ করেই তাঁর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে বলে দাবি স্থানীয়দের। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানে শুকুরকান্দি গ্রামে তাঁর একটি পাকা দালান, দুটি মোটরসাইকেল, একটি মাইক্রোবাস ও একটি প্রাইভেট কার রয়েছে। এ ছাড়া কুষ্টিয়ার খলিসাকুণ্ডিতে তাঁর আরেকটি পরিবার রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। সেখানে আরেক স্ত্রী ও দুটি পাকা বাড়ি রয়েছে বলেও তাঁদের দাবি। অতীতে একাধিক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলেও স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। তবে এসব দাবির স্বাধীন সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ গণমাধ্যমকে বলেন, গোয়েন্দা তথ্য ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, কুষ্টিয়া ও আশপাশের এলাকায় একটি প্রতারক চক্র সাধারণ মানুষকে টার্গেট করে সর্বস্বান্ত করছে।

তিনি বলেন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি দল গাংনী থানা পুলিশের সহযোগিতায় হোগলবাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ‘শয়তানের নিঃশ্বাস’ চক্রের ছয় সদস্যকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া স্বর্ণালংকার জব্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে সুকৌশলে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করত। বিশেষ রাসায়নিক বা অন্য কোনো উপায়ে মানুষের স্বাভাবিক চেতনা ও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এ ধরনের প্রতারণা ‘শয়তানের নিঃশ্বাস’ বা স্কোপোলামিন-সংশ্লিষ্ট প্রতারণা হিসেবে পরিচিত।

সাধারণ পথচারী, সহজ-সরল মানুষ ও বিপদে পড়া যাত্রীরা মূলত তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন বলে পুলিশের দাবি। এভাবে মূল্যবান গহনা ও নগদ টাকা হাতিয়ে নিত চক্রের সদস্যরা।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ আরও বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় সুনির্দিষ্ট আইনে মামলা করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না এবং অতীতে কুষ্টিয়া ও আশপাশের এলাকায় তারা আর কী ধরনের অপরাধ করেছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।